বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

ভূমিকা

বাংলাদেশে জনজীবনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলেও, পারিবারিক জীবনে নারী তার সুফল খুব একটা পাচ্ছে না। এর একটি প্রধান কারণ হলো পরিবারে ও সমাজে নারীর অধঃস্তন অবস্থান। এই অধঃস্তনতার একটি প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতন। পারিবারিক নির্যাতন নিয়ে আমাদের সমাজে একটি নিরবতার সংস্কৃতি বিদ্যমান। ধরে নেয়া হয় যে, এটি পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এবং পরিবারের বিষয় মানেই ব্যক্তিগত, ফলে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াস খুব একটা চোখে পড়ে না। বিশেষ করে নারী যখন নিজ পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতিত হয় তখন নির্যাতনের প্রতিবাদ করার অর্থ হচ্ছে পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া। এই বাস্তবতায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশে যাত্রা শুরু করে 'আমরাই পারি' কার্যক্রম, যার লক্ষ্য হচ্ছে নারীর প্রতি সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা। পরিবার প্রথার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ও নির্যাতনমূলক আচরণকে চিহ্নিত করা, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তা তুলে ধরা এবং সর্বোপরি এ ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন তৈরির প্রয়াস থেকেই 'আমরাই পারি' কার্যক্রম বাংলাদেশে পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে। যেসময় বাংলাদেশে 'আমরাই পারি' কার্যক্রম পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে, সে সময় এদেশে পারিবারিক নির্যাতনকে নির্যাতন হিসেবে আইনগতভাবেও স্বীকৃতি দেয়া হতো না। দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনটি ২০১০-এ পায়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ভয়াবহতা এই ধারণাকে দৃঢ় করছে যে শুধুমাত্র আইন

প্রণয়ন বা প্রয়োগ করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব না, বরং জরুরী ভাবে প্রয়োজন নারী নির্যাতনের সংস্কৃতিকে পাল্টানো।

প্রায় ৭ বছরের পথ পরিক্রমায়, এই ক্যাম্পেইন পার হয়েছে নানা চড়াই উতরাই, এসেছে নানা পরিবর্তন। একটি ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম থেকে 'আমরাই পারি' ক্রমাগত একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে। ২০১১ সালে 'আমরাই পারি'-তে সম্পৃক্ত সংগঠন ও ব্যক্তিগণ বাৎসরিক সাধারণ সভায় (২০ এপ্রিল, ২০১১) সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'আমরাই পারি' জোট বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র নামে আত্মপ্রকাশ করবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'আমরাই পারি' জোট বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কার্যক্রম আরম্ভ করে এবং ২০১৩ সালে এনজিওব্যুরোর নিবন্ধন অর্জন করে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক্যাম্পেইনের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে, নারী নির্যাতনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশকে নারীর জন্য অধিকতর নিরাপদ স্থানে পরিণত করা।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে 'আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট, বাংলাদেশ' মোট ৪টি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে।

- নারী নির্যাতন সমর্থন করে এমন প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও আচরণের মৌলিক পরিবর্তন।
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত এবং দৃশ্যমান অবস্থান গ্রহণ।
- জেন্ডার সমতাভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- নারী নির্যাতন বন্ধে বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সমন্বয়।

এক নজরে আমরাই পারি কার্যক্রম ২০১৫

ক্রম	কার্যক্রম	বিবরণ	সংখ্যা
০১	নিয়মিত সভা	**আমরাই পারি জোট সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ দল বা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। সমগ্র প্ল্যাটফর্মটিকে সচল রাখার একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি হলো নিয়মিত মতবিনিময় সভা।** এরই ধারাবাহিকতায় ২টি জাতীয় কমিটি সভা, ৩টি নির্বাহী কমিটি সভা, ১টি বার্ষিক সাধারণ সভা, ১৮টি কানেক্টর চেঞ্জমেকারদের ফলোআপ মিটিং, ৪৫৫টি সেলফ হেল্প গ্রুপের সাথে মিটিং, ১২টি মাসিক স্টাফ মিটিং, ১২টি এরিয়া কোঅর্ডিনেশন মিটিং এবং ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে ২টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।	
		জাতীয় কমিটি সভা	২
		নির্বাহী কমিটি সভা	৩
		বার্ষিক সাধারণ সভা	১
		বার্ষিক পরিকল্পনা সভা	১
		জেলাজোট সভা	১৫

		কানেক্টর চেঞ্জমেকারদের ফলোআপ মিটিং	১৮
		সেলফ হেল্প গ্রম্নপের সাথে মিটিং	৪৫৫
		মাসিক স্টাফ মিটিং	১২
		এরিয়া কোঅর্ডিনেশন মিটিং	১২
		অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা ট্রেড ইউনিয়ন-	২
০২	উপকরণ উন্নয়ন	**চেঞ্জমেকারদের পরিবর্তিত মূল্যবোধকে চলমান রাখতে এবং পরিবর্তন প্রগাঢ়করণে আমরাই পারি ক্যাম্পেইনের উপকরণ ও প্রকাশনাসমূহ গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুকলেট , লিফলেট , পোস্টার, স্টিকার, ফ্লিপচার্ট প্রভৃতি যোগাযোগ উপকরণ ও প্রকাশনাসমূহ তৈরি হয় সকল ধরনের চেঞ্জমেকারদের উদ্দেশ্যে। শহুরে-গ্রামীণ, তরম্নণ-বয়স্ক, নারী-পুরম্নষ সকলের চাহিদা বিবেচনা করে উপকরণগুলো প্রস্তুত করা হয়। এই যোগাযোগ উপকরণগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এগুলোতে কোন সমস্যার সমাধান পরামর্শ আকারে উপস্থাপন করা হয় না। বরং এতে সমস্যাগুলোর প্রতি দিকনির্দেশ করা হয়, একজন ব্যক্তি যখন সমস্যাগুলোর সাথে একমত পোষণ করেন তখন তিনি স্ব-উদ্যোগে উত্তরণের পথ বেছে নিতে পারেন।** ২০১৫ সালে আমরাই পারি জোট বেশ কিছু প্রকাশনা তৈরি করে। দিবস উপলক্ষ্য করে ২টি লিফলেট, চেঞ্জমেকারদের জন্য ২টি লিফলেট, ৩টি পোস্টার এবং ১টি বুকলেট প্রকাশিত হয়। এছাড়াও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ইস্যুতে একটি সচেতনতামূলক প্রচারণা নির্মাণ করা হয়, যেটি পরিচালনা করেন চিত্র নির্মাতা গিয়াস উদ্দীন সেলিম। এছাড়াও সখীর কর্ম এলাকায় বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ১২টি দেয়ালচিত্র করা হয়। পাশাপাশি চেঞ্জমেকারদের জন্য প্রমোশনাল - কোটি, ব্যাগ, ছাতা তৈরি হয়। এছাড়াও আমরাই পারি'র নেতৃত্বদানকারী সংস্থাদের সহায়তায় বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত ১টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়।	
		লিফলেট - কেন আমি চেঞ্জমেকার হব	১
		লিফলেট - চেঞ্জমেকারদের আলোচনা কর্মপত্র	১
		লিফলেট - মার্চ ক্যাম্পেইন লিফলেট	১
		লিফলেট - নভেম্বর ক্যাম্পেইন	১
		পোস্টার - বাল্যবিবাহের বিরম্নদ্ধে রম্নখে দাঁড়াই একসাথে	৩
		পোস্টার - আপনি কেমন পরিবার চান?	৩
		পোস্টার - (আন্তর্জাতিক নারী দিবস) সহিংসতামুক্ত মানবিক রাজনীতি চাই, সকল পর্যায়ে নারী-পুরম্নষের সমঅংশীদারিত্ব চাই	১
		বুকলেট - বেলী বকুলের বদলে যাওয়া	১
		নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইস্যুতে পি.এস.এ নির্মাণ	১
		দেয়ালচিত্র	১২
		প্রমোশনাল - কোটি, ব্যাগ, ছাতা	১
		বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ	১
০৩	জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন	**আমরাই পারি জোট প্রতিবছর তার ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে।** এর অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নারী দিবসের প্রথম প্রহরে	

		আঁধার ভাঙার শপথ আয়োজন করা হয় পাশাপাশি ৪৮ টি জেলায় আমরাই পারি জোটভুক্ত সংস্থাগুলো বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উপলক্ষ্যে ১৬ দিন ব্যাপী নভেম্বর ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। সারাদেশ থেকে শতাধিক চেঞ্জমেকার নিয়ে ১টি স্টুডেন্ট চেঞ্জমেকার ফোরাম সম্মেলন এর আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ৪০টি জেলার ৮৩ জন স্টুডেন্ট চেঞ্জমেকার অংশগ্রহণ করেন।	
		৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫	১
		১৬ দিন ব্যাপী নভেম্বর ক্যাম্পেইন	১
		স্টুডেন্ট চেঞ্জমেকার ফোরাম সম্মেলন	১
০৪	দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা	**আমরাই পারি ক্যাম্পেইনের চেঞ্জমেকার হতে বা জেলা জোটের সদস্য হতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হবার প্রয়োজন পড়েনা। আমরাই পারির সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ভিন্নতা হচ্ছে অংশগ্রহণকারী সকলেই একত্রে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করা হয়।** এরই ধারাবাহিকতায় ১২টিকানেক্টর চেঞ্জমেকারদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা, ৩৯টি চেঞ্জমেকারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা, ২টি বিভাগীয় কর্মশালা, রিসোর্স সেন্টার কেয়ার টেকারদের জন্য ৬টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ১০৩ টি ভকেশনাল ট্রেইনিং, সখীর স্টাফদের জন্য ২টি বেসিক ট্রেইনিং, ২৮০ জন চেঞ্জমেকার ট্রেইনিং, ২৪০ জন চেঞ্জমেকারকে সম্পৃক্ত করে ফ্রেসার ট্রেইনিং, ৮০ জন চেঞ্জমেকারের জন্য ওরিয়েন্টশন, ৩টি কর্মশালা নাট্য দল উন্নয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন এর সহায়তায় শ্রমিকদের জন্য ৩টি ওরিয়েন্টশন সেশন এর আয়োজন করা হয়। ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৬জন ছাত্র/ছাত্রীদরে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করা হয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালায়।	
		এসভাউজি- কানেক্টর চেঞ্জমেকারদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা	১২
		চেঞ্জমেকারদের সাথে মত বিনিময় সভা	৩৯
		বিভাগীয় কর্মশালা (পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বিষয়ক) : বরিশাল এবং দিনাজপুর	২টি
		দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ - রিসোর্স সেন্টার কেয়ার টেকার	৬
		ভকেশনাল ট্রেইনিং (ড্রাইভিং-৩, কম্পিউটার -১২, বিউটিফিকেশন-২৪, বস্নক বাটিক- ৮, সেলাই - ৫৬)	১০৩
		স্টাফদের বেসিক ট্রেইনিং	২
		চেঞ্জমেকার ট্রেইনিং -	২৮০ জন
		চেঞ্জমেকার ফ্রেসার ট্রেইনিং	২৪০ জন
		চেঞ্জমেকার ওরিয়েন্টশন	৮০
		নাট্য দল উন্নয়ন	৩

		শ্রমিকদের জন্য ওরিয়েন্টশন সেশন - ট্রেড ইউনিয়ন	৩
		দড়্গাতা উন্নয়ন কর্মশালা- ২২টি শিড়্গাপ্রতিষ্ঠানে ৬৬জন ছাত্র/ছাত্রীদরে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা প্রদান	১টি ৩দিন ব্যাপী
০৫	কমিউনিটি মোবিলাইজেশন	**আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট পারিবারিক নির্যাতন এবং নারী নির্যাতন ইস্যুতে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন এর জন্য বিভিন্ন কৌশল ও ইভেন্ট এর আয়োজন করে থাকে। জেলা এবং এলাকাভিত্তিক ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয় কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের জন্য।** এরই ধারাবাহিকতায় পট গান স্ক্রীপ্ট তৈরি হয়েছে ১টি, থিয়েটার / স্ট্রীট শো ২০টি, ইনসেপশন মিটিং ১টি, ক্যারাভান / মোবাইল ভ্যান ১০টি, স্কুল ইভেন্ট হয়েছে ৮০টি, ভিডিও শো ৪৮টি, অভিভাবক মেলা ৪টি, সেলিব্রেটি ভিসিট ১টি, পট গান ১০টি, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাসিক সভা ৬০টি, কমিউনিটি লীডারদের সাথে মিটিং ১০টি, নারী দলের সাথে মিটিং ১টি, ১৫টি কমিউনিটি ক্যাম্পেইন - পথ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ১২টি, সেলফ হেলপ গ্রম্নপ ফরমেশন ২৯৪টি, এক্সপোজার ভিজিট ৪টি, ৩টি ডোনার ভিজিট, এছাড়া হাব এর মাধ্যমে ১৪০২ জনকে ইনফরমেশন সার্ভিস প্রদান করেছে।	
		থিয়েটার / স্ট্রীট শো	১০
		পট গান	১০
		ক্যারাভান / মোবাইল ভ্যান	১৫
		স্কুল ইভেন্ট	৪০
		ভিডিও শো	৪৮
		অভিভাবক মেলা	২
		সেলিব্রেটি ভিসিট	১
		ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মাসিক সভা	৬০
		কমিউনিটি লীডারদের সাথে মিটিং	১০
		দম্পতি মেলা	৩
		নারী দলের সাথে মিটিং	১
		কমিউনিটি ক্যাম্পেইন - পথ নাটক	১৫
		সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	১২
		সেলফ হেলপ গ্রম্নপ ফরমেশন	২৯৪
		এক্সপোজার ভিজিট	৪
		ডোনার ভিসিট	৩
		ইনফরমেশন সার্ভিস প্রদান	১৪০২জন
০৬	প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অংশ হিসাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা, শিক্ষার্থী জাম্বুরী, সংশিস্নষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধের ইস্যুটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।** এরই ধারাবাহিকতায় স্কুলভিত্তিক নাটক হয়েছে ৮টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি হল-এ ভিডিও শো ও শিড়্গার্থী ও শিড়্গাকদের সাথে ত্রৈমাসিক সভার (৯টি)আয়োজন করা	

		হয়। এছাড়া পৃথকভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সাথে ৪০টি এবং শিক্ষার্থীদের সাথে ৪০টি মিটিং আয়োজন করা হয়।	
		স্কুল ভিত্তিক নাটক	৮
		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল গুলোতে ভিডিও শো ৫টি হল এ	৫টি
		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল গুলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে মিটিং	৯টি
		শিক্ষকদের সাথে মিটিং	৪০
		শিক্ষার্থীদের সাথে মিটিং	৪০
০৭	**প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রোগ্রাম**	**ক্যাম্পেইনের মূল দৃষ্টিবিন্দু প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের উপর নিবদ্ধ করায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সাথে গণমাধ্যমগুলোকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে।** বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে আমরাই পারি জোট প্রথম শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে নারী ইস্যুতে একটি অ্যাপস ফেলোশীপের আয়োজন করে। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় অ্যাপস ফেলোশীপ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। যেখানে সারাদেশ থেকে ৯৬টি দল অংশ নেয়। প্রতিটি দলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৫ জন করে শিক্ষার্থী অংশ নেন। নারী নির্যাতন, নারী অধিকার এবং নারী ক্ষমতায়ন ইস্যুতে শিক্ষার্থীরা অ্যাপস তৈরি করে। সেরা ভাবনা যাচাই করে ৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।	
		ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাপস ফেলোশীপ প্রোগ্রাম	১টি
০৮	**ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম**	**আমরাই পারি কার্যক্রমে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। মূলত এসব আয়োজনে চেঞ্জমেকারদের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।** ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে ঢাকা শহরের ৫২টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়, ১৩০টি স্থানে পোস্টার ক্যাম্পেইন (৩ ধরণের পোস্টার, মোট সংখ্যা- ৫,০০০) করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে এসএমএস ক্যাম্পেইন - ৫,০০০ জনকে এসএমএস প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ৪১৩টি ছোট উদ্যোগ আয়োজন হয় চেঞ্জমেকারদের দ্বারা। এছাড়া জামালপুর এবং চট্টগ্রাম এ ২টি চেঞ্জমেকার সম্মেলন আয়োজিত হয়।	
		পোস্টার ক্যাম্পেইন (৩ ধরণের পোস্টার)	১
		আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষে এসএমএস ক্যাম্পেইন - ৫,০০০ জনকে এসএএস প্রেরণ করা হয়।	১
		ছোট উদ্যোগ আয়োজন	৪১৩
		চেঞ্জমেকার সম্মেলন (জামালপুর এবং চট্টগ্রাম)	২টি
০৯	**মিডিয়া মোবিলাইজেশন**	**জোটের শক্তিশালী সহায়তার পাশাপাশি 'আমরাই পারি' গণমাধ্যমের সাথেও একটি ধারাবাহিক সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখছে। কারণ 'আমরাই পারি' বিশ্বাস করে, গণমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, নারী-পুরুষের মধ্যকার ক্ষমতা সম্পর্কের চিরাচরিত দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা সেটা সম্ভব করতে পারে। আমরাই পারি ক্যাম্পেইন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক দুই মাধ্যমের সাথে কাজ করছে যাতে তাদের এজেন্ডাতে পারিবারিক নির্যাতনবিরোধী বার্তা স্থান পায়।**	

		এরই ধারাবাহিকতায় চ্যানেল আই এ বাল্যবিবাহ বিষয়ক ৪ পর্বের টক শো আয়োজন করা হয়, নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইস্যুতে নির্মিত পিএসএ টি সময় চ্যানেল, ইন্ডিপেনডেন্ট চ্যানেল এবং চ্যানেল ৭১ এ প্রচার করা হয়। নভেম্বর ক্যাম্পেইন এর অংশ হিসেবে প্রচারণাটি ৩টি চ্যানেল মিলে মাসব্যাপী প্রচার করা হয়। এছাড়াও নারী নির্যাতন ইস্যু নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র চ্যানেল ৭১ এ প্রচার করা হয়।	
		বাল্যবিবাহ বিষয়ক টক শো	চার পর্ব
		নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইস্যুতে নির্মিত পিএসএ প্রচার	৩টি চ্যানেল এ
		প্রামাণ্যচিত্র প্রচার	১
১০	অ্যাডভোকেসি	**পারিবারিক নির্যাতন নিরসনে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও নারী পুরম্নষের সমানাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করছে এই জোট।** আর এরই ধারাবাকিতায় মেয়েদের বিয়ের বয়স নূন্যতম ১৮ থাকতে হবে এই ইস্যুতে একটি কনসালটেশন মিটিং এর আয়োজন করা হয়। এছাড়া আমরাই পারি জোট নারী নিরাপত্তা জোট নামে একটি পস্নাটফর্ম গঠন এবং বর্তমান সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। পহেলা বৈশাখ এর যৌন নির্যাতন এবং নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এই পস্নাটফর্ম গঠন করা হয়। সফলতার সাথে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোটের সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২ বছর ৩ মাস। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ৪০টিসভা আয়োজন করা হয় শিক্ষকদের সাথে, ৪০টিসভা আয়োজন করা হয় শিক্ষার্থীদের সাথে, সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে সভা হয় ২টি, প্রেস এর সাথে সভা হয় ২টি, ভিকটিম ২টি, সাপোর্ট সেন্টারের সাথে সভা, সেবাদানকারী সংস্থার সাথে সভা ২টি, পুলিশ স্টেশনে পুলিশ এর সাথে মিটিং হয়েছে ৮টি।	
		বাল্যবিবাহ - কনসালটেশন মিটিং	১
		পহেলা বৈশাখ এর নির্যাতনের প্রতিবাদে নারী নিরাপত্তা জোট নামে একটি পস্নাটফর্ম গঠন এবং বর্তমান সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন।	
		সিআইডিভি'র সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব হস্ত্মান্ত্মর	২বছর ৩ মাস
		সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে সভা	২
		প্রেস এর সাথে সভা	২
		ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সাথে সভা	২
		সেবাদানকারী সংস্থার সাথে সভা	২
		পুলিশ স্টেশনে পুলিশ এর সাথে মিটিং	৮
১১	প্রতিবেদন এবং নথিভুক্তকরণ	**'আমরাই পারি' ক্যাম্পেইন এর ফলাফল, পরিবর্তন যাচাই বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। যা নারীর সমমর্যাদা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার মৌলিক মানবাধিকার চিত্র ফুটে ওঠে।**	

		চেঞ্জমেকারদের পরিবর্তনের গল্পগুলো নিয়ে একটি ফটোবুক তৈরি হয়। যেখানে খুলনা জেলার বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের গল্প এবং ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৫ বার্ষিক প্রতিবেদন করা হয়েছে ৪টি এবং ক্যাম্পেইন গাইডলাইন হয় ১টি। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে ১২০ জনের সাক্ষাতকার নিয়ে কেসস্টাডি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া সখীর একটি ওয়েবসাইটের কাজ শুরু হয় এবং আমরাই পারি'র ওয়েবসাইটের ডাটা আপলোড করা হয়। খুলনায় এডুভাউ প্রকল্পটির দাতা সংস্থাদের মাধ্যমে এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন তৈরি হয় । আমরাই পারি জোট এর একটি মিড টার্ম রিভিউ সম্পন্ন করা হয়।	
		ফটোবুক - এডুভাউ	১
		বার্ষিক প্রতিবেদন	৪টি
		ক্যাম্পেইন গাইডলাইন	১টি
		কেস স্টাডি সংগ্রহ	১২০
		ওয়েবসাইট	২
		এডুভাউ প্রকল্পের এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন	১টি
		মিড টার্ম রিভিউ	১টি
১২	**মনিটরিং এন্ড রিসার্চ**	**'আমরাই পারি' ক্যাম্পেইনের কার্যক্রমগুলোর গুনগত মান যাচাই এর জন্য নিয়মিত মনিটরিং এন্ড রিসার্চ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত।** এরই ধারাবহিকতায় ৭টি জেলায় ২৪টি মনিটরিং কাজ সম্পন্ন হয়।	
		গোপালগঞ্জ ১, জামালপুর ৩, খুলনা ২ , চট্টগ্রাম ৪, দিনাজপুর ১, বরিশাল ১,	১২
		সখীর প্রকল্পের মনিটরিং রিপোর্ট	১২টি
১৩	**চেঞ্জমেকার ডাটাবেজ**	**আমরাই পারি ডাটাবেজ তৈরি করে সকল চেঞ্জমেকারদের সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য করা হয়েছে। আমরাই পারি জেলা পর্যায়ের জোটকে প্রয়োজন অনুযায়ি এই তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে করে তারা জেলার ওই সকল চেঞ্জমেকারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।** ২০১৫ সালে চেঞ্জমেকার এনরোলমেন্ট হয় ৮৫৪টি : নারী ৭২২, পুরুষ ১৩২। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সর্বমোট চেঞ্জমেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,৪৩,৩৯৬ জনে।	
		চেঞ্জমেকার এনরোলমেন্ট : নারী ৭২২, পুরুষ ১৩২	৮৫৪
		ডাটাবেজ ২০১৫: ১০,৪৩,৩৯৬ (নারী-৫,৬৭,৫১২ এবং পুরুষ ৪,৭৫,৮৮৪)	১০,৪৩,৩৯৬
১৪	**প্রশাসনিক**	**আমরাই পারির যে কোন কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রশাসনিক কার্যকারিতা ও দক্ষতাকে গুরুত্বপূর্ন অংশ হিসাবে**	১৮টি

		বিবেচনা করা হয়। সময়মতো প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যক্রমকে গতিশীল করা হয়েছে। হাব (তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ: জনসাধারণ অধিকার, স্বাস্থ্য, আইনী সংক্রান্ত তথ্য পেতে কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করে) ঢাকা শহরে ১৫টি মাঠ পর্যায়ে এবং খুলনা, জামালপুর এবং চট্টগ্রামে ১টি করে ৩টি অফিস পরিচালনা করা চেঞ্জমেকার তৈরি এবং উদ্বুদ্ধ করণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন জেলায় উপকরণ সরবরাহ করা হয়।	
	উপকরণ সরবরাহ	পোস্টার - সহিংসতামুক্ত মানবিক রাজনীতি চাই, সকল পর্যায়ে নারী পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব চাই	৪৫০০
		পোস্টার - আপনি কেমন পরিবার চান	৩৫৯২০
		পোস্টার - বাল্যবিবাহ	৬১২০
		ডস্টকার -আমাদের মা-বাবার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, আমরা তাই ভালো আছি	৬২০
		লিফলেট ৮ মার্চ ক্যাম্পেইন ২০১৫	৭৯০০
		পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে চেঞ্জমেকারদের ১০০০ উদ্যোগ	৫৭০
		লিফলেট- কেন আমি চেঞ্জমেকার হবো?	১৮৫৮০
		কর্মপত্র ১- চেঞ্জমেকারদের আলোচনার কর্মপত্র	১৮৫৮০
		ডিভি লিফলেট-৫ম প্রিন্ট	৭৪৪৬
		সমাজ কি বদলায়	৬৬২০
		রেজিস্ট্রেশন ফরম/আইডি ফরম	১৫৭৫০
		ব্রসিয়র	৪৫৬৪
		ব্যাগ	৫২৫
		কোটি	৫২৫
		ছাতা	৫২৫
		টি-শার্ট	১৫০০
		বুকলেট- পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০	৪৫৯১
		নির্বাচনী বুকলেট	৪৪১
		বুকলেট - আমাদের আনন্দবাড়ী	৬২১
		বুকলেট - সজীবের বোধদয়	৫০০
		বুকলেট - পথ দেখাবে স্কুল	১৭৫০
		বুকলেট - রত্না সুমনের গল্প	৭৩২১
		স্টিকারঃ আমাদের মা-বাবার সম্পর্ক বন্ধুর মতো, আমরা তাই ভালো আছি	৬২০
		স্টিকারঃ আমরাই পারি সকল নির্যাতন বন্ধ করতে	১২০
		নতুন নোটবুক	১৪৫
		মাথার ব্যান্ড	১০০
		গবেষণা প্রতিবেদন (A Model of behavioral change	১০টি

		concerning)	

এক নজরে ২০১৫

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বার্ষিক সাধারণ সভা

জাতীয় কমিটি আলোচনা সভা

নারী নিরাপত্তা জোট এর আলোচনা সভা

চেঞ্জমেকার সম্মেলন, জামালপুর

চেঞ্জমেকার সম্মেলন, চট্টগ্রাম

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ বিষয়ক কর্মশালা, দিনাজপুর

বাল্যবিবাহ বিষয়ক কনসালটেশন মিটিং

স্টুডেন্ট চেঞ্জমেকার সম্মেলন, গাজীপুর

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালী, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

শ্রমিকদের জন্য ওরিয়েন্টশন সেশন, ট্রেড ইউনিয়ন

নাট্যদলগঠন বিষয়ক কর্মশালা

দেয়ালচিত্র, মোহাম্মদপুর

ভকেশনাল ট্রেইনিং

নাট্যদলের পরিবেশনা

দম্পতি মেলা

অভিভাবক মেলা

অ্যাপস ফেলোশীপ প্রোগ্রাম, গ্রুমিং সেশন এবং পুরস্কার বিতরণী আয়োজন

পোস্টার ক্যাম্পেইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা এবং ভিডিও শো আয়োজন

পট গান, খুলনা